সবুজ চাঁদে
নীল জোছনা
আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব

সূচিপত্র

প্রস্থানের পর

একেকবার মনে হয়, আমার প্রস্থানের পর
আঠাশ্রু বিসর্জনে কাঁদবে বাবলা গাছ
আঠায় আটকে গেলে রংধনু-পাখা
ব্যথায় কাতরাবে রাশভারী ফড়িং
অথচ তাদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে
পাশে থাকব না আমি–
কী আশ্চর্য!

শরতের আকাশে পালক ছড়াবে শাদা মেঘের হাঁস
ঝরা পালকের শিষে ভরে পাকাজামের কালি
কবিতা লেখা হবে না আর–
এ কী ভাবা যায়, বলো!

আষাঢ়ের একাদশী রাত
আকাশ ভেঙ্গে নামবে অশ্রান্ত বৃষ্টি
আর বৃষ্টিশেষের হাওয়া গায়ে মাখার জন্যে
পৃথিবীতে আমি থাকব না–
ভাবতেই অবাক লাগে।

এমন যদি হতো–
আমার প্রস্থানের পর কুঁড়ি মেলবে না দোপাটি ফুল
জারুলের বৃতি থেকে ঝরে যাবে কোমল পাপড়ি
একজন অনাহূত আগন্তুকের বিদায়ে
শোকপ্রস্তাব উত্থাপন করবে নিশ্চুপ ডাহুক, আর
সাড়া দিয়ে ডাকে তার–
জোনাক পোকা নেবে না ভেজা বকুলের ঘ্রাণ
সোনালু ফুলের গাছে ঝুলবে না কোনো হলুদ লণ্ঠন!
না, তা হবে না
আমার না-থাকা জুড়ে সবই থাকবে।

প্রতিদিন ভোর হবে ঠিক ঠিক
উঠোনের ধুলো উড়িয়ে নেবে বাউকুমটা বাতাস
মায়ের গলা ধরে ঝুলবে মক্তব-ফেরত শিশু
কদমছায়ায় বেলফুলের মালা গাঁথবে বিভোল কিশোরী–
সময়ের পলিদ্বীপে উপচে পড়বে বহতা প্রাণের কল্লোল–
অথচ এই আশ্চর্য সুন্দর পৃথিবী আমার থাকবে না
অথচ এই জীবনের কোলাহলে থাকব না আমি,
কী আশ্চর্য!

প্রতিদিন দুপুর হবে, সন্ধ্যা নামবে
জীবনের মাহফিলে ভিড় জমবে আগের মতোই–
মাধবী ফুলের গুচ্ছ ঘিরে মৌমাছিদের গান
শালবনের কোলঘেঁষা সঙ্গীতমুখর নদী
বাতাবি নেবুর গাছে জড়ানো আষাঢ়ী লতা
দিঘির ঘাটে লেপটে থাকা নিরীহ শামুক–
সব থাকবে–
শুধু আমি থাকব না, কী আশ্চর্য!

প্রতিদিন রাত আসবে
পুকুরের জলে নাচবে অতিথি জোছনা
আমড়াগাছের শাখায় ঝুলবে বাদুরের পাখা
মধ্যরাতের মাতাল হাওয়া ভাঙিয়ে দেবে শিউলি ফুলের ঘুম–
অথচ আমার ঘুম ভাঙবে না, কী আশ্চর্য!

০৭.০৯.২০১৮ ॥ রাত ২.৫৯টা
প/২০০৫ কক্ষের ব্যালকনি, বিজয় একাত্তর হল

একটি হাসির ইতিবৃত্ত

আজ সারাদিন হাসলে না তুমি! আমার ওপর রাগে?
তোমার চেহারা বিবর্ণ হলে আমার কি ভালো লাগে?
পেঁচার মতোন মুখ করে আছ, চিন্তায় মরি আমি
শুধু মনে হয় আমি নেহায়েৎ অযোগ্য এক স্বামী
তোমার চোখের নির্বাক জল আমাতে সবাক হলে
ভরদুপুরেই সূর্য আমার গোধূলীর কোলে ঢলে
আকাশে এখন দ্বিপ্রহর, তবু হৃদয়ে নেমেছে সাঁঝ
বলো না, তোমার মনের সেতারে কী ব্যথা বেজেছে আজ!

আচ্ছা বুঝেছি, লালপেড়ে শাড়ি এখনও আনিনি, তাই?
দেবো শিগগির, আর কটা দিন একটু সময় চাই
পাটের বাজারে মন্দা নেমেছে, মহাজন চোষে রক্ত
মুনাফা তো দূরে, পুঁজি বাঁচাতেই তিন প্রহরের অক্ত
তবু কথা দিই, এই সোমবার গঞ্জের হাটে গিয়ে
আড়ৎদারের বন্ধকী টাকা বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে
লালপেড়ে এক জামদানি শাড়ি কিনে দেবো হাতে তুলে
দোহাই এবার, একটু হাসো না সব অভিমান ভুলে!

'শাড়ির জন্যে অভিমান করে বসে থাকা মেয়ে আমি?
এমন কিছুতে পুড়েছে মন, যা শাড়ির চেয়েও দামি।'

বুঝেছি তাহলে, এখনও আনিনি নতুন কানের দুল
নাকের নথও পুরোনো হয়েছে, মুছে গেছে তার ফুল
ইচ্ছে করছে এখনই তোমাকে দুল-নথ এনে দেই
বিশ্বাস করো, সাধ আছে তবু সাধ্য এখন নেই
তবু যদি চাও, মাছ তুলে নেব আজকে পুকুর সেচে
তিনটা ষাঁড়ের একটা না হয় আজই দিলাম বেচে
সেই টাকা দিয়ে নথ আর দুল কিনে দেবো, যদি চাও
দোহাই, তবুও আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসি দাও!

'নথ আর দুল, ওসব কিছু না, ওসবে করি না লোভ
বস্তুত কোনো বস্তু নিয়েই জমে না আমার ক্ষোভ।'

তাহলে আমার কোনো কথায় কি পেয়েছ আঘাত ঢের?
নাকি বুবুজির সঙ্গে হয়েছে মনোমালিন্য ফের?
ঘরকন্নার কাজ বেড়ে যায় অঘ্রান মাস এলে–
মনটা তোমাকে দিয়েছে হয়তো সেই চিন্তায় ফেলে!
পুরো সংসার একা সামলাও, আমি তো দেখি না সব
কত ক্লেশ হয় রোজই তোমার, শুধু করি অনুভব
নাকি এইবার নাইয়র যেতে দেরি হয়ে গেছে বলে
বাবা-মা'র কথা মনে পড়ে গিয়ে চোখ ভিজিয়েছ জলে?

ছয়টা বছর সংসার করি, কখনো এমন করে
তোমাকে দেখিনি চুপ করে আছ প্রায় সারাদিন ধরে
আমার কাঁধটা ভারী করে রাখে হাজারো কাজের ঝুলি
ঘরে ফিরে শুধু তোমার হাসিটা দেখেই ক্লান্তি ভুলি
তোমার হাসিটা আটপৌরে এ জীবন-প্রদীপে আলো
সেই তুমি যদি বিমর্ষ থাকো, কিছুই লাগে না ভালো।

"আমার বুক তো ভেঙ্গে দিয়েছে তোমার একটা কাজ
জানি না কীভাবে বলব সে কথা পোড়া মুখ নিয়ে আজ!'

আমাকে তো খুব ভালো করে চেনো, কখনো কি ভুল করে
ভুলটাকে আমি আঁকড়ে ধরেছি, ধরিয়ে দেবার পরে?
ছোটো কিবা বড়ো কারণের জেরে যতবার দিলে আড়ি
কখনো তোমার কথার পিঠে কি রাগটা চাপাতে পারি?
'আচ্ছা, বলো তো আমি কি কখনো অকারণে দিই আড়ি?
কখনো কি বলি, 'এক্ষুনি আমি যাচ্ছি বাপের বাড়ি?
নিছক মনের ঝাল মেটানোর জন্যে বলি না কিছু
আক্রোশ ঝেড়ে যাচ্ছে তা বলে তোমাকে করি না নীচু
আমি তো তোমার কল্যাণকামী, তোমার ভালোটা চাই
তোমার মনকে ব্যথাতুর করে আমি কি শান্তি পাই?'

জানি প্রিয়তমা, কত বাঙময় তোমার এ নীরবতা
তোমার নীরব চাউনি তো বলে আমার সঙ্গে কথা!
তবুও তোমার মুখেই সে কথা শুনতে পেতাম যদি
ফিরে পেতো স্রোত আমার হৃদয়ে থমকে দাঁড়ানো নদী।
এই তো তোমার ঠোঁটের কোনায় হাসিটা দিচ্ছে উঁকি
মনে হতে থাকে, এই পৃথিবীতে আমিই সবচে সুখী
আমি যে তোমার হারানো হাসির মরুতে এনেছি বান
আমার হৃদয়-তন্ত্রীতে তাই সবুজ সুরের গান!
এ হাসি আমার এক জীবনের পরম সাধের পাওয়া
এই হাসিটাই আমার অনেক মন খারাপের দাওয়া।

'আমি তো এখনও আনতে পারিনি মন থেকে হাসি কোনো
মনের হাসিটা পেতে যদি চাও, মন দিয়ে তবে শোনো...'

বলো প্রিয়তমা, যা বলতে চাও, সংকোচ সব ঝেড়ে
'আচ্ছা হয়েছে, নিও না তো তুমি মুখের কথাটা কেড়ে
এখন যে কথা বলতে যাচ্ছি, আহ্লাদ নেই তাতে
অনুরাগ কিবা অনুযোগ নেই, ঘা লাগে বরং আঁতে।'

যত ঘা লাগুক, গা করি না আমি, শুনতে তবুও চাই
কথায় যদিও বিষতূণ আসে, মনে তা দেবো না ঠাঁই।

'আজ দুইদিন ধরে তুমি শুধু ফজর করছ কাজা
আমার কি ভালো লাগবে যখন তুমি পাবে তার সাজা?
'ফরজ সালাত তরক করেছ কীসের মোহের ছলে?'–
আল্লাহর কাছে কী জবাব দেবে, প্রশ্নটা করা হলে?
আমি কি তোমাকে ডাকিনি ফজরে আজান হবার পরে?
বলিনি জামাত তরক কোরো না অযথাই হেলা করে?
কতবার এসে শিয়রে তোমার ডেকেছি, দাওনি সাড়া
অথচ ভোরের পাখির গানেই জেগে গেছে পুরো পাড়া
দোয়েলের শিসে শিউলি জেগেছে, জেগেছে বকুল ফুল
ঝুমকো লতারা আজানের সুরে দুলেছে দোদুল দুল
শুধু তুমি ছিলে ঘুমঘোরে আহা, ছিলে অচেতন হয়ে
তোমার হৃদয় কেঁপে উঠে নাই এক আল্লাহর ভয়ে!
সুবহে সাদিকে শীতল হাওয়া তোমাকে যায়নি ছুঁয়ে
ভোরের শিশির দেয়নি দুদিন তোমার চরণ ধুয়ে
তোমাকে এমন বঞ্চিত দেখে আমার হৃদয় কাঁদে
কিচ্ছু না বলে এড়িয়ে যেতেও বিবেকে আমার বাঁধে
তাই করলাম মৃদু অভিমান, তাই বিষণ্ন আজ
কথা দাও, তুমি করবে না আর এমন পাপের কাজ।'

সারাদিন ধরে ক্লান্ত-শ্রান্ত দেহ নিয়ে আসি ঘরে
ঘুমের মধ্যে হারাই বালিশে মাথাটা রাখার পরে
ঘুম যেন আর ভাঙতে চায় না, চোখের পাতাও ভারী
এমন সময় ইচ্ছে হলেও উঠতে কি আর পারি?

'এই প্রশ্নের জবাব এখন, জানি না কোথায় পাব
তোমার মুখে কি মানায় এ কথা, নিজেই একটু ভাবো!
তোমার কি আছে আমার বৃদ্ধ শ্বশুরের কথা মনে?
তুমি তো ঘুমাও টিনচালা ঘরে, তিনি ঘুমাতেন ছনে
সেই যে ফজর সেরেই লাঙল কিংবা কাস্তে হাতে
বর্গাচাষের জমিনে যেতেন, ফিরতেন সেই রাতে!
মরিচপোড়া ও নুন দিয়ে বাসি পান্তাভাতই সার
খিদের জ্বালায় পুড়তেন বটে, খাবার ছিল না আর
কিন্তু কখনো দেখেছিলে তাকে আজান শোনার পরে
মাঠেই আছেন ঠায় বসে তার লাঙল-কাস্তে ধরে?
সারাদিন খেটে ঘুমাতেন খাটে, আবার রাতের শেষে
সালাতে দাঁড়িয়ে কাঁদতেন তিনি অবুঝ শিশুর বেশে
গতায়ু বৃদ্ধ হওয়ার পরও অজু করতেন নিজে
জায়নামাজের স্যাঁতস্যাঁতে বুক অশ্রুতে যেত ভিজে
আবার ঠিকই মসজিদমুখী হতেন ফজর হলে
সাড়া পড়ে যেত পথের দুপাশে ঝিঁঝিঁ পোকাদের দলে
মুয়াজ্জিনের উঠতে কখনো বিলম্ব যদি হতো
নিজে মিম্বরে দাঁড়াতেন আর আজান দিতেন কতো!
আহা সে আজান শুনতে পেতাম, কত না দরদমাখা!
আমার হৃদয়ে সেই স্মৃতি আজও যতন করেই আঁকা
যেন বা আজও শুনতে পাচ্ছি, উঠোনের কোণ থেকে
ভরাট গলায় যাচ্ছেন তিনি তোমাকে-আমাকে ডেকে
"ঘুমে থাকিস না বাপধন আর! বউমা ওঠো তো জেগে!"

তুমি যদি সাড়া না দিতে তখন, হঠাৎ যেতেন রেগে
আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন, তোমাকে এমন দেখে
কত না কষ্ট পেতে হতো তাঁকে, ভেবে দেখো মন থেকে
কখনো জামাত ছুটে গেলে তাঁর পেরেশানি হতো কত!
নাওয়া-খাওয়া সব ভুলে থাকতেন অনুশোচনায় রত
তোমার শিরায় প্রবাহিত হয় সেই বাবারই রক্ত
তোমাকে কীভাবে পাশ কেটে যায় আজ ফজরের অক্ত?'

আমার চোখ তো ভিজিয়ে দিয়েছ, এখন কেমন করে
সামলাব আমি মনের আবেগ, বুকে হাত চেপে ধরে?
বাবার স্মৃতি যে কতদিন পর দহন করছে বুকে!
কত না কষ্ট করেছেন তিনি, আমি আজ কত সুখে!
আমাকে এখন সারাদিন ধরে করতে হয় না চাষ
ছোটোখাটো এক তেজারত করি, বিকোই পাটের আঁশ
বাবার আধেক শ্রমও আমার করতে হয় না আর
বাবার হাঁড়ের সাঁকো চড়ে হই জীবনের নদী পার
তবু আমি কত অজুহাত খুঁজি, ছাড়তে ফরজ কাজ
সত্যি বলছি, প্রিয়তমা তুমি চোখ খুলে দিলে আজ!
আমাদের কোলে দুটো সন্তান, তাদের কথা কি ভাবো?
ওরাও সালাতে ফাঁকিবাজ হলে কেমন কষ্ট পাব!
আমি যদি নিজে গাফলতি করি, ওদের শেখাবে কে?
কোন মুখে বাবা ফজর পড়াবে, নিজেই পড়ে না যে!

আজ থেকে তুমি যেভাবেই হোক আমাকে জাগিয়ে দিও
আমার মায়ের মতোন তুমিও এক জগ পানি নিও
আলসেমি যেই ছুটতে চাবে না, অমনি অনর্গল
চোখে-মুখে আর বিছানা জুড়েও ছিটিয়েই যাবে জল।

'সে কথা তোমাকে বলে দিতে হবে? নিজেই রেখেছি ভেবে
প্রথমে বলতে চাইনি, আবার কীভাবে সে কথা নেবে!
আজানের পর ঘুমানোর কোনো সুযোগ পাবে না মোটে
আল্লা চান তো দেখে নেব আমি কীভাবে সে ঘুম ছোটে!
নিজের হকের ব্যাপারে কখনো দিতে পারি আমি ছাড়
আল্লাহর হকে কমতি করলে দেবোই না নিস্তার
আমরা তো আর লক্ষ্যবিহীন জাহাজের মাঝি নই
ফিরদাউসের পানে ছোটা দুই পথিক আমরা হই
আমরা তো মজে থাকতে চাই না শুধু পৃথিবীর সুখে
একসাথে যেতে চাইব বরং জান্নাত অভিমুখে।
তোমার দু চোখে অনুশোচনার অশ্রুর ফোঁটা দেখে
এই দেখো আমি হাসছি এখন, একেবারে মন থেকে!'

২৮.০৩.২০১৮ ॥ স্থানীয় সময় দুপুর ১২.১৮টা
সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, IIUM, মালয়েশিয়া

এপিসল-১

আমার কবিতা নিয়ে
অযথাই শোরগোল
শিল্পের ভাগাড়ে নাচে পরিজায়ী কাক
অ্যামিবা-পাড়ায় ওঠে অনুযোগ কত!

কেউ যদি পারো তবে জানাও তাদের
দিনকানা চামচিকে আর রাতকানা মানুষের
জন্য কবিতা লিখি না আমি।

তোমাদের মন আছে, মনন নেই
প্রাণে নেই একফোঁটা প্রাণনা
হরমোনের উত্তাপে খোঁজো জীবনের অর্থ
নাড়ির স্পন্দন তোমাদের বড্ড অচেনা।

অনর্থ সঙ্গীতে তুমি আরও মগ্ন হও
আরোপিত আবেগের আদায় মেশাও
শরীরবৃত্তীয় দর্শনের কাঁচকলা;
হৃদয়ের ব্যাকরণ বোঝা অসাধ্য যার
আমার কবিতা পাঠের যোগ্য সে নয়।

কলজেপোড়া গন্ধ পেয়ে বুঝেছি, তুমি
দূষিত কবিতায় নিঃশ্বাস নিয়ে
রক্তে জমিয়েছ বিষাক্ত সিসা
সবুজ দেখে তোমার নাভিশ্বাস ওঠে-
এ আর এমন বিচিত্র কী?
পরখ করে দেখো যত কবিতার জুয়াড়ি
তোমার স্যাঁতস্যাঁতে বুকে জন্মেছে শেকড়হীন অপুষ্পক ছত্রাক
আমার সপুষ্পক কবিতা তোমার জন্য নয়।

০৬/১০/২০১৮ ॥ দুপুর ১২.১৬টা
রিকশার ওপর, গণতন্ত্র তোরণের জ্যামে বসে, নীলক্ষেত মোড়

গল্প

জাবাল-আত-তারিকের সুউচ্চ চূড়ায় দাঁড়িয়ে
অথবা সিন্ধু নদের অববাহিকায় উপনীত হয়ে
আল-আকসার ধূসর গম্বুজে চোখ রেখে
আমি তোমাদের শুনিয়ে দিচ্ছি
পৃথিবীর সবচে গুরুত্বপূর্ণ গল্প :

একদা আমাদের শরীরে মেরুদণ্ড ছিল।

১৯.০২.২০১৮
বাঁধন অফিস, বিজয় একাত্তর হল

কবিহীন কবিতা

বলেছিলে, তোমার প্রিয় ঋতু বর্ষা
আমি তাই বৃষ্টি হয়ে গেলাম
গদ্যময় আকাশের বুক ছেড়ে নেমে এলাম
কবিতামগ্ন বিকেলের কাছে।

পাললিক মৃত্তিকার মতো ঝরঝরে হৃদয় তোমার–
ঘোরলাগা বর্ষণে ডুবে যেতে
হয়ে আছে উন্মুখ।

আমি তোমাকে ভিজিয়ে দেবো।

বিরামহীন বৃষ্টিতে কাকভেজা হয়ে
ঠকঠক করে তুমি কাঁপবে যখন–
আমি তোমার উষ্ণতা হব।

২৮.০৬.২০১৮ ॥ বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যা
শাকুর মঞ্জিল, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

নিবারণেচ্ছু

সমুদ্রের তৃষ্ণা পেয়েছে
তাকে জলপান করানোর জন্যে
একজন কবি ছাড়া কেউ নেই এখানে।

১৭.১২.২০১৮ ॥ দুপুর ১.১০টা
হক মঞ্জিল, কাজির দেউড়ি, চট্টগ্রাম

সূর্যাস্তে সূর্যোদয়

পানসি গাঁয়ের মোল্লাবাড়িতে খুশির পায়রা উড়ে
সুতোর সঙ্গে রঙিন কাগজ দুলছে উঠোন জুড়ে
কিশোর-কিশোরী দল বেঁধে গায় হলুদ বাটার গান
পানসি নদীর দু ধার উপচে পড়ছে খুশির বান
বড়ো আপা আর চাচিমা সাজান পান-সুপারির ডালা
শিশুরা সবার গলায় পরায় জরিন ফিতার মালা
জোড়া কলাগাছ পাশাপাশি গেঁথে তোরণ হয়েছে বেশ
নীল শামিয়ানা আসেনি এখনও, বাকি আয়োজন শেষ
অন্দরে ধুম মেন্দি বাটার, বাহিরে ফুলের সাজ
মোল্লাবাড়ির মেজ কন্যার বিয়ের আসর আজ।

গায়ে হলুদের জন্যে সেজেছে সরষে খেতের ফুল
আমরুল ফুল স্বেচ্ছায় হবে বধূর কানের দুল
মাধুরী লতার সব ফুলই চায় বধূর নোলক হবে
কোনটাকে তার পছন্দ হয়, দেখা যাক আজ তবে
ভ্রমরের কাছে শুনতে পেলাম প্রজাপতিদের কথা :
বাসর সাজাতে প্রস্তুত আছে মধুমঞ্জরি লতা।

ভোরবেলা আজ দোয়েল মেতেছে মিষ্টি সুরের গানে
লেজঝোলা এক ফিঙ্গে নেচেছে দোয়েলের সুরতানে
জোড়া শালিকের কিচিরমিচির এখনও সরব আছে
হলুদিয়া পাখি বিয়ের খবর পেয়েছিল কার কাছে?
শালবনে ডাকে খয়রা পাপিয়া, মায়াবী সুরের লহর
বুঝিবা তারাও করবে বরণ বরযাত্রীর বহর।

নাগকেশরের ঝোপগুলোতেও মৌমাছি এসে বসে
পাপড়ি ভিজেছে শিশির এবং মিষ্টি মধুর রসে
পুবের বাতাসে কনকচাঁপার থোকা অবিরত দোলে
গুনগুন করে উড়ছে ভ্রমর আমের নতুন বোলে
দোলনচাঁপাও প্রস্তুতি নেয় অতিথি করতে বরণ
বেলি তো ঝরেছে ছুঁয়ে দিতে শুধু বর ও কনের চরণ!

মির্জাবাড়ির বড়ো ছেলে আজ আসবে বরের বেশে
মুখের ওপর রুমাল চেপে সে বসবে লাজুক হেসে
কন্যার মুখে কাতরতা ফোটে, বুক কাঁপে দুরুদুরু
আজ থেকে তার নতুন জীবন, নতুন দিনের শুরু
ভবিষ্যতের চিন্তায় তার কপালে পড়েছে ভাঁজ
অদেখা গাঁয়ের অচেনা ঘরের ঘরণী হবে সে আজ
সংসারটা কি মনমতো হবে? বরটা কি হবে ভালো?
ভালোবাসা আর অনুভবে তার ঘরটা কি হবে আলো?
কত মায়া তার ছায়া হয়ে যাবে, কত স্মৃতি হবে ফিকে
কতটা বিরহে কাতর সে আজ, বোঝানো কি যাবে লিখে?

মা এসে বসেন কন্যার পাশে, বলেন আদুরে স্বরে :
আমি কি আমার কন্যাকে দেবো যেমন তেমন ঘরে?
অযথা চিন্তা করিস না তো মা! কীসের করিস ভয়?
ভাটির দেশের লোকেরা কিন্তু পত্নীসোহাগা হয়!
বনেদি ঘরের ভদ্র ছেলেকে এনেছি জামাই করে
কত ভালোবাসা দেবে তারা তোকে দেখিস বিয়ের পরে।

ছোট্টবেলার খেলার সাথীরা বিয়ের আসরে এসে
গল্পের ছলে কাটছে ফোঁড়ন, কেউবা যাচ্ছে হেসে
কেউবা হাতের মেহেদি-রাঙ্গা আলপনা দেখে বলে
'আমাদের ছেড়ে যাচ্ছিস তবে পরের বাড়িতে চলে?'
ও-পাড়ার মেয়ে মাবিয়া খাতুন, কিশোরীবেলার সাথী
ভাবতে পারেনি বান্ধবী তার পর হবে রাতারাতি
'এই তো সেদিন তুই আর আমি কানামাছি খেললাম
এত তাড়াতাড়ি সুখস্মৃতিগুলো হারিয়ে কি ফেললাম?'

আয়েশা বানুর ভাল্লাগছে না দুঃখ-বিলাসী কথা
'খুশির দিনেও তোরা এইসব বলিস ক্যান অযথা?
আজকে সে বধূ হয়েছে, কালকে তুই কিবা আমি হবো
সারা জীবন কি আমরা সবাই এই গাঁয়ে পড়ে রবো?
কাছে থাকা মানে আপন এবং দূরে থাকা মানে পর–
এমন মিথ্যে ধারণা তোদের মনে কেন করে ভর?'

আয়েশা বানুর এ কথা শুনেই জমিলা বেগম কয়
'বুঝেছি বুঝেছি, তোর মনে খুব বিয়ের বাতাস বয়
সবুর কর না! ঘটক লাগাব আমরা সবাই মিলে
আমরা বুঝি তো কী শখ জেগেছে আয়েশা বানুর দিলে!'
'ধুর তোরা সব পচা কথা ছাড়া আর কি পারিস কিছু?
এদ্দিন ছিলি ওকে নিয়ে আর এখন আমার পিছু।'
ইসমত আরা চুপচাপ ছিল, এবার খুলেছে মুখ
লাজুক মেয়েটা কী বলে, শুনতে সকলেই উৎসুক
'তোরা কি সবাই ঝগড়া বাঁধাবি বিয়েবাড়িতেও এসে?
বাপ রে আবার মুখ খুলে যেন আমিই না যাই ফেঁসে!'
বান্ধবীদের খুনসুটি দেখে মনে মনে হাসে কনে
কে জানে কীসব ভাবনা জেগেছে বধূর কোমল মনে।

বজরায় চড়ে বর এসে গেল রাজপুত্রের বেশে
মসজিদগাহে আকদ হয়েছে জোহর নামাজ শেষে
ইমাম সাহেব খুতবা পড়িয়ে খোরমা ছিটিয়ে দেন
মুসল্লিগণ ছিটানো খোরমা দুই হাত ভরে নেন
যৌতুকহীন বিয়ের জন্য ইমামের ঘাম ঝরে
মানুষকে তিনি বুঝিয়ে গেলেন আজ কতদিন ধরে!
তাঁর এই শ্রম সফল হয়েছে, আজকের বিয়ে দেখে
খুশিতে ভীষণ মাতোয়ারা তিনি, তাই সব কাজ রেখে
স্বেচ্ছায় এসে হাজির হলেন আকদ পড়িয়ে দিতে
কন্যার বাপ হাদিয়া যাচেন, গররাজি তিনি নিতে।

নতুন বরের জন্যে খাসির মাংস, গরুর নলা
কাঁচের প্লেটের ওপর উপুড় গ্লাসে ভরা দুধ-কলা
পুকুরের বড়ো রুই মাছটার মাথাও বরের পাতে
চিতল মাছের কোপ্তা সাজানো চিংড়ি মাছের সাথে
কনের শ্বশুর, লাল মাংসের খাবারে নিবেশ নাই
দেশি মোরগের রান দেওয়া হলো তার পাতে তুলে তাই।

আপ্যায়নের পর্ব শেষেই এলো বিদায়ের ক্ষণ
অশ্রুবিহীন ক্রন্দনে ভাসে পিতার দরদি মন
শ্রাবণ ধারার মতো ঝরঝর মায়ের চোখের জল
বৃদ্ধ দাদার বুকেও রোদন, চোখ দুটো ছলছল
সুখে-দুখে তাঁর নাতনিটা ছিল সারাক্ষণ শুধু পাশে
ভেবে পান না কে নাতনির চেয়ে বেশি তাকে ভালোবাসে
অজুর সময় কে তাকে এখন মশক এগিয়ে দেবে?
কে এখন থেকে কাঁধে ভর দিয়ে পুকুরের পাড়ে নেবে?
লাঠির ওপর ভর দিয়ে শুধু বারবার ফিরে চায়
ছানিপড়া চোখ আরও আন্ধার হয়ে আসে বেদনায়।

ঘাটে ভিড়ে আছে বজরা নৌকা, সেজেছে বিয়ের সাজে
তপ্ত রোদেও মাঝির কণ্ঠে ভাটিয়ালি সুর বাজে
একটু পরেই পাল তুলে দেবে ছরন মাঝির তরী
ঢেউ কেটে কেটে দাঁড় টেনে যাবে মির্জাবাড়ির ছড়ি

বাবাকে জড়িয়ে কন্যা আবারো মূর্ছা গিয়েছে প্রায়
দাদিমা এবং ছোটোবোন তার আগপিছে সাথে যায়
কন্যার সাথে শ্বশুরবাড়িতে তারা দুজনও যাবে
হয়তো তাদের পাশে পেয়ে মনে কিছুটা সাহস পাবে।
আল্লার নামে পাল তুলে দিলো মাঝি-মাল্লার দল
ময়ূরপঙ্খী বজরা কাটছে শান্ত নদীর জল
বধূর কান্না থামছে না মোটে, থেমে থেমে কেঁদে চলে
পাশে বসে তাকে সান্ত্বনা দিতে বরকে সবাই বলে
কিন্তু বেচারা লজ্জায় মরে, কথাই ফোটে না তার
সাধ্য কি আছে কান্না থামার? কী আর করবে আর?
বধূটা হয়েছে ক্রন্দসী খুব, বরটা হয়েছে লাজুক
মোটামুটি এই মিলিয়ে হয়েছে পরিস্থিতিই নাজুক।

দেখতে দেখতে বজরা এসেছে একেবারে মাঝনদী
মাঝি সাবধান, কাটাল স্রোতের পাকে পড়ে যায় যদি!
কাটাল স্রোতের ঝুঁকি কমে এলো, আসলো কাঁঠালপুর
মির্জাবাড়ির ছড়ি পৌঁছানো এখনও অনেক দূর
কাঁঠালপুরের বাঁক পেরিয়েই পানকৌড়ির ঝাঁক
কোষা নৌকায় শিকারি বালক গুলতি করেছে তাক
ডুবসাঁতারের কসরতে যেই পানকৌড়ির দেখা
অমনি গুলতি ছুড়ছে বালক, কিন্তু বেচারা একা
একা একা খুব কঠিন এমন শিকার নাগাল পাওয়া
তার চে কঠিন খরস্রোতা নদে ডিঙ্গি নৌকা বাওয়া।

একটু দূরেই একটা শুশুক উঁকি দিয়ে দিলো ডুব
শুশুক দেখেই যাত্রীরা সব এক মুহূর্ত চুপ
তীরঘেঁষা ঘাটে দুরন্ত শিশু দাপাদাপি করে, আর
ছরন মাঝির মনে পড়ে যায় শৈশব-স্মৃতি তার
উজানের স্রোতে সাঁতার শিখেছে কত সংগ্রাম করে!
জোয়ারের টানে চোখের সামনে কতজন গেল মরে
কত গ্রাম গেল নদীর গর্ভে, কত চিৎকার শুনে
মাঝরাতে তার ঘুম ভেঙে যেত ভয়ের প্রহর গুণে
তীরে নেই আর বাঁশের শলায় গড়া চৌয়ারি ঘর
দক্ষিণ পাড় ভাঙছে কেবল, উত্তরে জাগে চর।
নতুন বরের পাংশু মুখের দিকে চেয়ে মাঝি হাসে
নদীর ঢেউয়ের মতো মনে তার করুণার ঢেউ আসে
'আচ্ছা সাহেব, শাদি মোবারক হয়েছে যখন সারা
ভাবি সাহেবার মন পেতে আর দরকার নেই তাড়া
শুধু একখান কথা বলি আজ, দিন চলে যাবে যত
একে অন্যের জন্যে হবেন চাঁদ ও নদীর মতো।'

লজ্জায় হলো লাজুক বরের চেহারাটা আরও লাল
দাঁড়িয়ে আড়াল বানাল এবার বজরার সাদা পাল
খানিক বাদেই সংকোচ ঝেড়ে মাঝিকে প্রশ্ন করে
'চাঁদ আর নদী বাইরে যেমন, তেমন কি হয় ঘরে?
মানুষ কীভাবে চাঁদ হয়ে যায়? কীভাবে সে হয় নদী?
জানার ইচ্ছে, আমাকে একটু বুঝিয়ে বলতে যদি!'

একটানা মাঝি বৈঠা বেয়েছে, ক্লান্তি এসেছে গায়ে
পেশিতে হঠাৎ টান পড়ে গেছে, ঝিম ধরে গেছে পায়ে
একটু সময় জিরিয়ে এবার দাঁড় টানে ধীরে ধীরে
উত্তর দিতে নতুন বরের দিকে তাকায় সে ফিরে
চাতকের মতো চেয়ে আছে সেও শুনতে মাঝির কথা
ছরন মাঝির গলা খাঁকারিতে ভেঙ্গেছে নীরবতা
'শোনেন সাহেব, তিন যুগ হলো এ নদীতে দাঁড় টানি
নদীই আমার পৃথিবী, আমার আকাশ নদীর পানি
কিশোরবেলায় বৈঠা যখন বেয়েছি বাপের সাথে
নদী ছাড়ি নাই তুফানের দিন কিংবা ঝড়ের রাতে
জানতে চেয়েছি জোয়ার-ভাটার সময় বাপের কাছে
এই পানি ফুলে, এই নেমে যায়– রহস্য কিছু আছে?
বাপ বলেছেন, চাঁদের টানেই জোয়ারে সাগর ভরে
খানিক বাদেই ভাটা এসে যায় চাঁদ গেলে দূরে সরে
চাঁদের সঙ্গে সাগর-নদীর এ মিতালি দেখে ভাবি
সাগরে যখন তালা পড়ে যায়, চাঁদের হাতেই চাবি
সাগর যখন ছুটন্ত ঘোড়া, চাঁদের হাতেই লাগাম
সাগর কখন শান্ত হবে তা চাঁদ জানে শুধু আগাম
সাগর-নদীর পানিকে যেভাবে চাঁদটা নিতুই ডাকে
দাম্পত্যের হাসির সূত্র এখানে লুকিয়ে থাকে
এরপর থেকে মনে হয় শুধু সংসার এক নদী
দুইজন একে অপরের তরে চাঁদ হতে পারে যদি
বোঝাপড়া আর অনুভবে তারা কত কাছাকাছি হতো!
তাই বললাম, আপনারা হন চাঁদ ও নদীর মতো।'

মির্জাবাড়ির রাজপুত্রের কাটে না অবাক ঘোর
অক্ষরজ্ঞান-বিহীন মাঝির কেমন বোধের জোর!
কত সুনিপুণ ভাবনাটা তার, প্রতীতি নিটোল কত
ছরন মাঝির জীবনবোধ তো গভীর, নদীর মতো!

ভাবতে ভাবতে বিকেল গড়ালো পানসি নদীর বুকে
বধূর কান্না থেমেছে আগেই, কথা নেই কারও মুখে
বিকেল বেলার এই নীরবতা ছুঁয়েছে সবার মন
বিকেলের সাথে করেছে সবাই নীরব থাকার পণ।

কন্যার দাদি পান মুখে দিয়ে পিচকি ফেলেন জলে
বেখেয়ালে তার পুরোনো চুড়িটা হাত থেকে গেল গলে
এই নিয়ে তার চিন্তা হলো না, চিন্তা নাতনি নিয়ে
কে জানে পুত্র কোন ঘরে দিলো নাতনিকে তার বিয়ে!

বজরা ছুটছে বাতাসের বেগে, ভাটির স্রোতের সঙ্গে
গোধূলির রং মায়া ছড়িয়েছে নদীর রুপালি অঙ্গে
দূরে দেখা যায় উদোম গাঁয়ের উদ্যমী সব ছেলে
শান্ত নদীর বুকেতে এখনও যায় জলকেলি খেলে
ঝিকিমিকি করে সূর্য-কিরণ আর নদীস্রোত মিলে
মাঝনদী থেকে ছোটো এক মাছ ছোঁ মেরে নিয়েছে চিলে
রাখাল ছেলেটা নদীর কিনারে অগভীর জলে এসে
ধেনু গাভীটার গাও ধুয়ে দেয় কী গভীর ভালোবেসে!

নিরীহ পশুটা চোখ বুজে রাখে, যত্ন কী সে তা বোঝে
মানুষের মতো সেও কি তাহলে মমতার মানে খোঁজে?

নববধূ খুব নীরবে নদীর দৃশ্য গোচর করে
শীতল বাতাস ছুঁয়ে যায় তাকে কান্না থামার পরে
শাশুড়িমা ছিলো চুপচাপ বসে দু প্রহর পাশে তার
নিজের চোখের আর্দ্রতা তিনি লুকান অনেকবার
বউমাকে তার শান্ত দেখেই নিবিড় হলেন আরও
বলেন, 'বউমা, তুমি নাকি খুব ভালোবাসা দিতে পারো?
মা-বাবা এবং দাদু-দাদিকেও আগলে রাখতে তুমি
ছোটো শিশুদের জন্যে তুমি তো ছিলে এক ঝুমঝুমি
তোমার আদব-লেহাজের কথা শুনেছি মুগ্ধ হয়ে
তবে কান্নার রুদ্র রূপেতে কিছুটা ছিলাম ভয়ে
পরে একে একে মনে হলো নিজ বিবাহের স্মৃতিগুলো
আজ সে স্মৃতির আতশি কাঁচেও জমেছে অনেক ধুলো
আমিও এমন নাতিশীতোষ্ণ একটা দিনের শেষে
কাঁদতে কাঁদতে পালকির পেটে চড়েছি কনের বেশে
খুব মনে পড়ে বাবা-মা'র কথা, ভুলতে পারি না মোটে
বাবা-মা'র স্নেহ সারাটা জীবন ভাগ্যে কি আর জোটে?
জীবন থেকেই হারিয়ে ফেলেছি দুইটা বটের ছায়া
তবু কেন আজও আমাকে তাড়িয়ে বেড়ায় তাদের মায়া?
আচ্ছা বউমা, তোমার তো ঘরে বাপ-মা দুজন-ই আছে
আমার বাপ-মা নেই কেন বলো, আমার বুকের কাছে?'

বলতে বলতে বৃদ্ধা ভীষণ আবেগতাড়িত হন
হঠাৎ কীসের ভাবনায় তার চকিতে জেগেছে মন
বউমার চোখে আবার যখন নীরব অশ্রু আসে
একটা মাতৃমূর্তি তখন তার দুই চোখে ভাসে
আরও কাছে টেনে বিনুনি কাটেন বধূর দীঘল চুলে
মুখটা এদিকে ফিরিয়ে বলেন চিবুকটা হাতে তুলে–
'বাপ-মা-হারানো এই আমি'টার শূন্যতা কমে গেল
যেদিন আমার কোলজুড়ে এক ফুটফুটে শিশু এলো
আমার কোলেতে একটাই ছেলে, বাপ ডাকতাম তাকে
যতবার তাকে বাপ ডাকতাম, খুঁজে বেড়াতাম মা'কে
মায়ের অভাব ঘুচে গেল আজ বউমা তোমাকে পেয়ে
তোমরা দুজন বাপ-মা আমার, আমি তোমাদের মেয়ে।'

এতক্ষণের ক্রন্দসী বধূ এবার না হেসে পারে?
কত সুন্দর করে মানুষটা মায়ায় জড়ায়, আরে!
একটা স্নেহের অনুভূতি তার সারা গায়ে গেল খেলে
মনে মনে বলে, বধূ তুমি ঠিক মানুষের কাছে এলে!

সংকোচে তবু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না তাকে
তবে কিছু কথা বলার জন্য হৃদয়ে জমিয়ে রাখে
স্বামীকে বুঝিয়ে দিতে হবে আজই, 'আমরা বাপ ও মা
আমাদের কোলে আমাদের মেয়ে কখনো কাঁদবে না।'

আর কিছুদূর বজরা এগিয়ে পল্লীর দেখা মেলে
পল্লীবালারা কলস বুরায়, জাল গুটে নেয় জেলে
কোন্দা নৌকা ভর্তি হচ্ছে রিঠা ও জিয়ল মাছে
পাতারা দুলছে আসমানমুখী তাল-তমালের গাছে
ছোটো চরটাতে হরেক পদের সবজি হয়েছে চাষ
এই পল্লীর মানুষ সবাই সুখে থাকে বারো মাস
থাকবে না কেন? অল্পতুষ্টি মানুষকে ভালো রাখে
কম চাহিদার মানুষেরাই তো বেশি আনন্দে থাকে
সাদা মেঘেদের ওড়াওড়ি দেখে মনে হয় পেঁজাতুলো
উঁকি দিতে শুরু করেছে এখনই আকাশের তারাগুলো
মাগরিব আসে ঘনিয়ে, সূর্য নিস্তেজ হতে থাকে
খুব বেশি পথ আর বাকি নেই, ছড়ি যেন কাছে ডাকে!
বজরার গতি কমে আসে, আর যাত্রীরা উঠে দাঁড়ায়
নতুন অতিথি বরণ করতে ঘাট বুঝি হাত বাড়ায়!

আবিররাঙ্গা সূর্য যখন দিগন্তে ডুবে গেল
মির্জাবাড়ির আকাশে একটা নতুন সূর্য এলো।

২০.০৬.২০১৮ ॥ দুপুর ২.২০টা
শাকুর মঞ্জিল, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

একটি সুতোর জন্যে

আজন্ম শুনে এসেছি, রূপকথার বুড়ি, তুমি
চাঁদের কোলে বসে চরকা ঘোরাও
অথচ একটা সুতোর যোগান দিতে পারোনি আজতক!

ফেরবার ভরা তিথিতে পঞ্চদশী চাঁদ
পৃথিবীর কাছে পাঠাবে যখন পূর্ণিমার আলো
জ্যোৎস্নার খোপায় তুমি গুঁজে দিও একপ্রস্থ সুতো;
হৃদয়ের ছিন্নপ্রায় মসলিনে
একটা কবিতা আমি গেঁথে নেব
চান্নিপসর রাতের কাঁধে মাথা রেখে।

২৭.০৬.২০১৮ ॥ মধ্যরাত
শাকুর মঞ্জিল, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

তোমাকে চেনার দেনা

সোনার বরন রোদ হেসে যায় কার্তিকে ধানখেতে
ধানের শিষেরা কোলাহল করে রোদের নাগাল পেতে
তোমার প্রকৃতি, আমার প্রতীতি – মধ্যে থাকে না খাদ
এই রোদ হাসি, কোলাহল, সব করে ফেলি অনুবাদ
মিটে না কেবল তোমার ধ্রুপদী আলো-কে বোঝার দেনা
কত অচেনাই চেনা হয়ে গেলো, তোমাকে হলো না চেনা!

শ্রাবণের ঝুম বৃষ্টির পর নিঝুম রাতের কোলে
পিঠাপিঠি বোন কদম-বকুল সুখের আবেশে দোলে
কদমের হাসি, বকুলের ঘ্রাণ কানে কানে কথা কয়
সেই হাসি আর ঘ্রাণের ভাষাও আমার অজানা নয়
জানি কোন সুর তোলে হিন্দোল কামিনী হাসনাহেনা
সব জানি আমি, সব চিনি, শুধু তোমাকে হলো না চেনা।

শুকনো পাতায় কার মরমের মর্মর ধ্বনি বাজে
লজ্জাবতীর সংকোচ থাকে হৃদয়ের কোন ভাঁজে
আকাশের কাছে, না নদীর কাছেই গাঙচিল বেশি ঋণী?
ঋণের কিস্তি কে করে উশুল, আমি তো তাকেও চিনি
সবুজের দামে একমুঠো নীল কার কাছে যায় কেনা–
একে একে সব চিনলাম, শুধু তোমাকে হলো না চেনা!

পানকৌড়িটা কোন অভিমানে ডুব দেয় টুপ করে
জলপাই বনে দখিনা বাতাস থেমে যায় চুপ করে
কতটা বিষাদ বয়ে চলে রোজ হলদে পাখির ডানা
মেঘফুলে কেন পাপড়ি ছিঁড়েছে, সেটাও আমার জানা
মুক্তোকে কেন করেনি বরণ ঘাসফুল আর বেনা–
তাও তো আমার জানা হলো, শুধু তোমাকে হলো না চেনা।

বাবুই পাখির বাসাও আমাকে দেয় শিল্পের পাঠ
জানি ঝাউবনে বসবে কখন জোনাক পোকার হাট
রোজ রাতে আমি তারার সভায় সভাসদ হয়ে যাই
ক্ষয়ে যেতে যেতে চাঁদ বলে যায় কী, তাও শুনতে পাই
চাঁদের সঙ্গে কী কথা বলেছে নীল সাগরের ফেনা–
সব জানি আমি, সব চিনি, শুধু তোমাকে হলো না চেনা।

১২/০৯/২০১৮ ।। সকাল ৬.২৩টা
প/২০০৫, বিজয় একাত্তর হল

মেঘের প্রতি

জামরাঙা মেঘ তুমি জমে থেকো না
বিজলির আলো জ্বেলে আর ডেকো না
ঝরে যাও ঝরঝর পৃথিবীর বুকে
আকাশ সবুজ হোক কান্নার সুখে
আকাশের বুকে তুমি নীল রেখো না।

নীলস্নাত নীলিমায় কেন সাঁতরাও?
বিবর্ণ ব্যথা বুকে কেন কাতরাও?
আকাশের অশ্রু বা বাতাসের ঘাম–
হয়ে তুমি নেমে আসো, ঝরো অবিরাম
ব্যথাতুর তুলি নিয়ে ছবি এঁকো না।

তোমার তো জলভারে কাঁধ হলো ভারী
আমি কি তোমার কিছু ভার নিতে পারি?
আকাশ না হয় আজ হয়ে গেছে পর
আমার হৃদয়ে আছে কত সরোবর–
কী যতনে দেবো ঠাঁই, এসে দেখো না!

১২.১০.২০১৮ ॥ বিকেল ৩.৪২টা
প/২০০৫, বিজয় একাত্তর হল, ঢাবি

ঘাসবন-কাব্য

একাত্তর হলের দক্ষিণে এসে
সূর্যসেন হলের টিচার্স কোয়ার্টার ঘেঁষে
অপাঙক্তেয় ঘাসবন আছে এক।

মাঝরাত্তিরে স্বপ্নাহত আমি
আধোঘুমে দাঁড়িয়ে থাকি নিরুদ্দেশ যখন
এলো হাওয়ায় ওড়ে অনুর্বর দাড়ি
উত্তুরে বাতাসে নাচে কাশফুল যেমন।

ঘাসবনে জোনাকির মেলা
জোনাকি জ্বলছে, জোনাকি জ্বালছে।

জোনাকি জ্বলছে
জোনাকি বলছে :
আমাতে খোঁজো না শিল্পের রসদ
আমি কেবলই ফাঁকি, আমি কেবলই মরীচিকা
আমি মরীচিকার আলোমূর্তি
আমি মরীচিকার মরীচিকা।

দেবদারু-চুলে আলতো বিনুনি কেটে
জোনাকির কাছে দেই স্বেচ্ছা জবানবন্দি :
চাঁদের শীতল আলো আমার উত্তপ্ত চোখ সয় না
সপ্তর্ষি তারাতেও অনীহা জেগেছে ঘুমন্ত কৈশোরে;
মূলত আকাশের দিকে তাকানোর চোখ আমার নেই
মূলত আকাশছোঁয়া স্বপ্নের সারাৎসার আমাতে নেই
চাঁদ-তারা-দর্শনে আমি বড্ড বেমানান
বুঝি তাই ঘাসবন আঁকড়ে পড়ে থাকি
জোনাকি আলোয় চোখ পোড়াই, আর
নৈঃশব্দের তরজমা খুঁজি ঝিঁঝিঁ পোকার কাছে।

০৭.০৭.২০১৮ ॥ রাত ২.৪০টা
পদ্মা-২০০৫, বিজয় একাত্তর হল

আমার হৃদয়

আমার হৃদয় একটি চতুর্ভুজ
এই চতুর্ভুজের চারটি বাহু :
আবু বকরের জুহদ
উমারের জিহাদ
উসমানের হিলম
আলির ইলম।

২৪.০৪.২০১৮ ॥ বিকাল ৩টা
বাঙলাদেশ বেতার ভবন

অরণ্যে রোদন

রাত-কে ভয় করো না
অন্ধকার-কে ভয় করো।

ঝড়ে পড়ো
ঝরে পোড়ো না।

২১.১২.২০১৮ ॥ ভোর ৫.১১টা
শাকুর মঞ্জিল, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

কে যেন ডাকে

নিপাট ভদ্রতায় আড়ষ্ট জীবন
বন্ধ করে রেখেছে আমার স্বাভাবিক প্রশ্বাস
কপট ভব্যতায় ভরপুর অসুখী সভ্যতা
আমাকে দিতে পারে না এক আঁজলা উদ্দাম দুপুর।

আমি চোখ বুঁজলেই দেখি
পদ্মপুকুরের কোমরে ফুটে আছে তেলাকচুর ফুল
আমার খুব ইচ্ছে হয়, খালি পায়ে হেঁটে
জলের কিনার ঘেঁষে ফুল তুলতে যাব
শামুকচাপায় কেটে যাবে পায়ের গোড়ালি–
আমি ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে মায়ের কাছে ফিরব
তারপর পিঠে পড়বে শপাং শপাং ছিপের প্রহার–
প্রহারের অভিমানে ছেড়ে দেবো দুপুরের আহার।

আমার সমস্ত সুখ নিয়ে যাও
কেড়ে নাও ভাবনাহীন দিন যাপনের আহ্লাদ
পায়ের কাছে এনে দাও একটা মৃত শামুক
আমার পা কেটে যাক আরেকবার
মায়ের প্রহারে কাটুক কতেক প্রহর।

এই নিভাঁজ সময়, সমান্তরাল জীবন ছিনিয়ে নাও–
আমাকে ফিরিয়ে দাও ব্যথায়-কঁকিয়ে-ওঠা চঞ্চল শৈশব।
আমি দাদার হাত ধরে যাব রোপা আউশের খেতে
ধারালো শিষের ডগায় কেটে যাবে ডান হাতের কনিষ্ঠা আঙুল
আমার দাদু ক্ষতস্থানে বেটে দেবেন গাঁদাফুলের রস
আমার কারণে দাদা-কে শুনতে হবে গোটা কয়েক ভর্ৎসনা
দাদুর বকুনি খেয়ে চুপসে যাওয়া দাদাভাইয়ের মুখ
কতদিন দেখি না!
আহা, কতদিন!
তোমাদের নগরে নেই হাত কেটে যাওয়ার ধানখেত
আছে শুধু নাড়ির বাঁধন কেটে দেওয়ার উদ্বাহু আয়োজন–
আমার সমস্ত শক্তি একত্রিত করে
করি তাই চিৎকার–
এই অভিশপ্ত নগর আমার নয়।

আমাকে একমুঠো ভয় এনে দাও
এনে দাও শঙ্কিত শিহরণ
এতটা নির্ভয় থাকা ভালো নয় মোটেও
ভালো নয় হৃদয়ের কাঁপনবিহীন জীবনযাপন।

আমাকে এনে দাও কাকজোছনার রাত
দুই দুয়ারি ঘরের চালে ঝরে পড়ুক ভাদ্দুরে তাল
আমি একবার ভয়ে কেঁপে উঠতে চাই
গা-ছমছম রাতে ডেকে উঠুক শীতের কোকিল
ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে আমি কুঁকড়ে যেতে চাই।

ব্যথা পাই না বলে ব্যথাতুর থাকে মন
আমাকে কে যেন ডাকে
বলি তাকে সারাক্ষণ–
এতটা নির্ঝঞ্ঝাট থাকতে চাইনি কখনো
চাইনি এত সুস্থির আটপৌরে জীবন
আমাকে একমুঠো দুঃখ এনে দাও
বেদনার কাছাকাছি বেঁধে দাও ঘর।
আমাকে নিয়ে চলো উত্তরের হিজল বনে
হিজলের লতা পাড়তে গিয়ে বিছার কামড় খাইনি কতদিন!
আহা, কতদিন!
আমার আদরী বোনের কাছে এই লতা ছিলো
সোনার কণ্ঠহারের চেয়ে দামি।
তুমুল ঝগড়ার পর রাগ পানি হয়ে এলে
চুপিসারে তার গলায় ঝুলিয়ে দিতাম হিজলের মালা
দীঘল হাসিতে ভেঙে যেত আমাদের কাঁচাপাকা অভিমান
বিছার কামড়ে পাওয়া ব্যথাগুলো কোথায় যেন হারিয়ে যেত!

সেইসব ক্ষীণকায় কীট-পতঙ্গের দাঁত
আমার চামড়ায় বসতে দেখি না আজকাল,
বটে–
নাগরিক সভ্যতায় যাপিত দাঁতাল জীবন
হৃদপিণ্ড খামচে ধরে দেয় মরণ কামড়
আমার সারাটা দিন কেটে যায় বিষময় যন্ত্রণায়;

আমাকে আরেকটিবার নিয়ে যাও হিজলের বনে
আমি বিছার কামড়ে খুঁজে নেব বেদনার প্রতিষেধক।

০৯.১১.২০১৮ ॥ রাত ১১.০৭টা
প/২০০৫, বিজয় একাত্তর হল

সবুজ গম্বুজের ঠিকানায়

সাইয়েদুল মুরসালিন
হে আমার নিমগ্ন কবিতা!
বিষণ্ন জুমার দুপুরে তোমার নামের দরুদ
আমার বিপন্ন বুকে একফোঁটা আবেহায়াত।

তোমাকে সালাম দিলে মনে হয়
শুধু মনে হয়
আমার পাথুরে হৃদয়ে ফুটে আছে পারিজাত কলি
তুমি ছুঁয়ে দাওনি বলে এই ফুলে আসে না অলি।

ভরা পূর্ণিমার রাতে যতবার হয়েছি চকোর
জোছনার আলো পান করে মেটাতে চেয়েছি একবুক তিয়াস;
ততবার শুনেছি আমি চাঁদের কলস্বর:
ভুল ঠিকানায় এসো না চকোর, খুঁজে নাও তাঁকে
যাঁর পবিত্র চেহারায় ঝরে তৃষ্ণার জমজম।

সাইয়েদুল মুরসালিন
হে আমার অধরা পূর্ণিমা!
একদিন সুবহে সাদিকের আগে
অথবা ঠিক মাঝরাত্তিরে এসে
নিষণ্ন কবির তৃষিত চোখ
ছুঁয়ে যেও একবার
শুধু একবার...

১৪.০৮.২০১৮ ॥ রাত ১.১৪টা
প/২০০৫, বিজয় একাত্তর হল

বিলাপের তৃতীয় সূত্র

মানবতার ব্যবসা লাটে উঠে গেছে
এখন ধরেছি আমি কফিনের তেজারত–
শিমুলতুলার কাঠে তৈরি বাদামি কফিন!

কবর আর শ্মশানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে
অপেক্ষমাণ জীবন্মৃতদের সিম্পোজিয়ামে
মানবতাবাদের ছবক দিয়ে এসে
সন্ধ্যায় ফিরলাম কফিনের দোকানে।

আজকে কোনো কফিন বিক্রয় করতে পারিনি
ক্যাশবাক্সের শূন্য গহ্বরে চোখ যেতেই
অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম :
'দেড়কোটি মানুষে গিজগিজ করে ঢাকা শহর
অথচ একটা মানুষও মরলো না আজকে!'

২৪.০২.২০১৮ ॥ ৫.৩০টা
মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারের ওপর, উল্লাস বাসের দোতলায়

এপিসল-২

আমার কবিতা সুগন্ধি রুমাল হয়ে
তোমাদের বুকপকেটে লেপটে থাকুক–
এ আমি চাই না।

আমার কবিতা হোক ছোঁয়াচে রোগ
পোড়া বাতাসের সাথে মিশে পৌঁছে যাক
জরাগ্রস্ত মানুষের নিঃশ্বাসে।

২৪.১০.২০১৮ ॥ রাত ১০.২০টা
(নানুবাড়ি) নোয়ারবিলা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

পিছুডাক

আমার ছোটো কাঁধে এখন বড়ো হওয়ার দায়
ছোটো হতে চাওয়া এখন শুনেছি অন্যায়।

মনের ভেতর একটা শিশু ডুকরে যখন কাঁদে
হঠাৎ করে ইচ্ছে জাগে উঠতে বাবার কাঁধে
বড়ো হওয়ার বোধটা তখন আমাকে বাধ সাধে।

বাবার হাতে আঙুল গুঁজে হাটার দিন তো নাই!
আমি তবু আরেকটিবার ফিরে পেতে চাই
বাবার পায়ে এক্কাদোক্কা খেলার বয়সটাই।

২০১২
উত্তরা, ঢাকা

যেখানে জীবন

জীবনের অর্থ খুঁজতে যাও শুধু তার কাছে
স্মৃতির অত্যাচার সয়ে যে দিব্যি বেঁচে আছে।

১৯.১২.২০১৮ ॥ সকাল ৯.০২টা
হক মঞ্জিল, কাজীর দেউড়ি, চট্টগ্রাম

কান্নার দিন শেষ

কান্নার দিন শেষ, চোখ মোছো!

কুন্দুজের নিষ্পাপ রক্ত কথা বলছে
কান পেতে শোনো
হালবের ধ্বংসস্তূপ থেকে উড়ে গেলো একটা ফিনিক্স
হাত বাড়িয়ে ডাকো
গাজার ধুলোধূসরিত বাতাসে উড়ছে পুষ্পরেণু
চোখ মেলে দেখো।

পরাগায়নের দিন বয়ে যায়
উড়ে আসো মৌমাছির মতো!
কুদসে আসো, ফুল ফোটাও
তেলআবিবে যাও, হুল ফোটাও।

কান্নার দিন শেষ, চোখ মোছো!

একেক ফোঁটা অশ্রু হোক আগুনের ফুলকি
পেন্টাগনের শুয়োরখোয়াড় পুড়ে হোক ছারখার
ক্ষোভের দানাগুলো হোক ট্রেসার বুলেট
দীর্ণ বুকের ব্যথায় কাতরাক বর্ণচোরা তাওয়াগিত
বুকে জমানো দীর্ঘশ্বাস ধেয়ে আসুক টাইফুনের বেগে
শ্বেত কুকুরদের নাবালক সভ্যতা মিসমার হোক আজই।

কান্নার দিন শেষ, চোখ মোছো!
অক্ষম কান্নায় ধুঁকে মরে নপুংসক, তুমি তা নও
নীরব অভিশাপে সান্ত্বনা খোঁজে কাপুরুষ কেবল, তুমি তা নও
যদি বুকে বেঁচে থাকে একফোঁটা পৌরুষ
যদি নিজেকে ভাবো আহত সিংহ–
তবে উঠে দাঁড়াও!
রাবা চত্বর আজ পৃথিবীর জিরো পয়েন্ট
এসো, মিলিত হই
উইঘুরের নীরব আর্তচিৎকার তো সুবহে সাদিকের আজান
এসো, আজানের জবাব দিই সমস্বরে
আারাকান আজ গোটা পৃথিবীর জায়নামাজ
এসো, কাতার বাঁধি!

মিন্দানাও দ্বীপ থেকে উঠেছে যে প্রলংয়করী ঝড়
ককেশাস পর্বতের চূড়ায় পালটেছে তার দিগ্বলয়
দ্যাখো সেই ঘূর্ণিবায়ু
এক ঝাপটায় এসে পৌঁছেছে উহুদের চূড়ায়।

উহুদ পাহাড় আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে
তুমি কেন মাথা নিচু করে কাঁদো?

কান্নার দিন শেষ, চোখ মোছো!

কবিভাগ্য

[কবি স্যামুয়েল ওয়েসলে রচিত, কবি স্যামুয়েল বাটলারের সমাধিতে খচিত এপিটাফ 'While Butler, needy wretch' কবিতার কাব্যানুবাদ।]

কবি বাটলার জীবিত যখন, অভাবী ছিলেন তিনি
কোনো দানবীর একবেলা ভাত দেয়নি কোনো দিন-ই
দেখো, মৃত তিনি, দেহটা যখন মাটিতে হয়েছে সার
এখন বিশাল আবক্ষ ভাস্কর্য বানাল তার
এ কি পরিহাস কবিভাগ্যের! জীবন কতটা কাতর!
চেয়েছিল এক টুকরো রুটি সে, পেয়েছে একটা পাথর।

২৭.১০.২০১৮ ॥ রাত ১.৩৫টা
ঢাকা অভিমুখী সৌদিয়া চেয়ারকোচ, আসন D3

জন্মদিন

[নিজার কাব্বানি'র অণুকবিতা ما زلت تسألني -এর অনুবাদ]

প্রিয়তমা আমাকে বলল :
আমার জন্মতারিখ নিয়ে তুমি প্রশ্ন করেই যাচ্ছো!
বারবার যখন জানতেই চাচ্ছো, লিখে নাও ভুলে যাওয়া ইতিহাস–
যেদিন থেকে তুমি আমাকে ভালোবাসো, ওটাই আমার জন্মদিন।

০১.০৪.২০১৬
কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাবি

নীরবতার দর্শন

[ইমাম আশ-শাফি'ঈ (র.)-এর قالوا سكت وقد خوصمت কবিতার কাব্যানুবাদ]

একটা লোকের মন্দ কথায় জবাব দিইনি দেখে
সবাই ভীষণ অবাক হয়েছে, বলল আমাকে ডেকে :
'কী বাদানুবাদ! তবুও আপনি জবাব দেননি তার!'
বলি, 'কিছু কিছু উত্তর খোলে বিড়ম্বনার দ্বার
বোকা-নির্বোধ হইচই করে তৃপ্তি যখন পায়
তাদের কথায় চুপ থাকলেই মান ধরে রাখা যায়।'

সিংহকে দেখো, আমরা সবাই কত ভয় পাই তাকে!
অথচ বনের রাজা মহাশয় চুপচাপ বসে থাকে।
কুকুরের গায়ে ঢিল ছোঁড়া হয়, পাত্তা দেয় না কেউ
অথচ কথার শেষ নেই তার, সারাদিন ঘেউ ঘেউ!

০১.১১.২০১৮ ॥ রাত ৮.৪৯টা
প/২০০৫, বিজয় একাত্তর হল

জন্মভূমির প্রতি

[ইরাকি কবি ড. ফালিহা হাসানের অণুকবিতা كان بودي أن آتيك-এর অনুবাদ]

কথা ছিল, ভালোবাসার দাবি নিয়ে হাজির হব তোমার কাছে
কিন্তু আমাদের সবগুলো পথ রক্তে লাল হয়ে আছে
আর আমার কাছেও একটি সাদা জামা ছাড়া আর কিছু নেই।

০১.০৪.২০১৬
কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাবি

আমাকে খুঁজে নাও

[ম্যাডিসন ক্যাওয়েইন-এর Penetralia কবিতার কাব্যানুবাদ]

অনুভবে আর চোখে প্রকৃতির যাই কিছু তুমি দেখো
সবকিছুতেই মিশে আছি আমি, প্রিয়তমা, মনে রেখো!
মৌমাছি ফুলে ঘটায় যখন পরাগ-রেণুতে প্রীতি
সেই মিলনের সুরে পাবে তুমি আমার প্রেমের স্মৃতি।

মাটির নিচের আঁধার থেকেও শেকড়ের হাত ধরে
যেই প্রাণরস পাতায় ও ফুলে প্রাণ সঞ্চার করে;
পাতারা বাজায় যেই রসে বাঁশি, ফুলেরা যে রসে ভিজে
সেটাই আমার উপমা, মূলত সেই রস আমি নিজে।

০২.১১.২০১৮ ॥ রাত ১১.৫১
প/২০০৫, বিজয় একাত্তর হল

জ্ঞানের স্বাদ

[ইমাম আশ-শাফি'ঈ (রহ.)-এর سهري لتنقيح العلم কবিতার কাব্যানুবাদ]

সারারাত জেগে জ্ঞান আহরণে যেই স্বাদ আমি পাই
সতী কুমারীর পরশেও যেন তত আনন্দ নাই
রাতভর শুধু অধ্যয়নের মাঝে যে তৃপ্তি আছে
প্রিয়ার কোমল আলিঙ্গনও তুচ্ছ সেটার কাছে।

কাগজে লেখার সময় যখন কলম শব্দ করে
কানে এসে বাজে সেই শব্দের ধ্বনিটা মধুর স্বরে
প্রেমের আলাপে, হাসি-আড্ডায় এত মিষ্টতা নেই
যত মিষ্টতা খুঁজে পাই আমি লেখনীর শব্দেই।

গায়কী যখন তবলা বাজায়, ঢেঁড়িতে ছড়ায় জাদু
তোমরা তো ভাবো, আর কিছু নেই এর চেয়ে ঢের স্বাদু!
বই থেকে ধুলো ঝাড়ার সময় হাতের যে ঢাক বাজে
এর চে' দারুণ নাকাড়ার সুর আছে পৃথিবীর মাঝে?

তোমাদের চোখে উপভোগ শুধু মদের পেয়ালা পানে
আমিও আমোদে বিশ্বাসী, তবে রয়েছে ভিন্ন মানে।
পাঠে পেয়ে যাই যখনই জটিল মাসআলা কোনোখানে
শরাবের চেয়ে বেশি মজা সেই সমস্যা সমাধানে।

পড়ার মধ্যে মগ্ন থেকেই রাত হয়ে যায় ভোর
তোমার রাত্রি জুড়ে আছে শুধু অচেতন ঘুমঘোর
আমার মতোন পড়ুয়া হওয়ার স্বপ্ন সবাই দেখে
কিন্তু চায় না বইয়ে ডুবে যেতে ঘুমটাকে দূরে রেখে।

০৩.১১.২০১৮ ॥ সকাল ১০.২০টা
প/২০০৫, বিজয় একাত্তর হল

বৃষ্টিমুখর দিন

[হেনরি ওয়াডসওয়ার্থ লংফেলো'র The Rainy Day কবিতার কাব্যানুবাদ][১]

দিনটা ভীষণ ঠান্ডা-শীতল, বিষণ্ণ আর আঁধার-ছাওয়া
বৃষ্টি ঝরেই যাচ্ছে কেবল, ক্লান্তিবিহীন বইছে হাওয়া
আঙুরের লতা ওপরের দিকে বেয়েছে দেয়াল জাপটে ধরে
তবুও ঝড়ের প্রতি ঝাপটায় শুকনো পাতারা যাচ্ছে ঝরে
কাটছে না শীত, সহসা কঠিন আঁধার থেকেও মুক্তি পাওয়া।

আমার জীবনও শীত-নিশ্চল, বিষাদগ্রস্ত, আঁধার-ছাওয়া
বৃষ্টি ঝরেই যাচ্ছে কেবল, বইছে ঝড়ের বাদল-হাওয়া
অনুভূতিগুলো বাঁচতে চাইছে জীর্ণ অতীত আঁকড়ে ধরে
কাঁচা বয়সের আশাগুলো তবু ঝড়ের মুখেই যাচ্ছে পড়ে
কাটছে না শীত, সহসা কঠিন এ আঁধার থেকে মুক্তি পাওয়া।

---

[১] মূল কবিতাটি লিমেরিক ফর্মে (AABBA) লিখিত, তাই অনুবাদেও সেই অন্ত্যমিল-বিন্যাস (ককখখক) অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে।

বিষণ্ন মন! প্রশান্ত হও, অস্থিরতার পারদ কমাও
মেঘের আড়ালে সূর্য এখনও দীপ্তি ছড়ায়, দেখতে কি পাও?
তুমি একা নও, যে কারও ভাগ্য মাঝেমধ্যেই এমন হয়
সবার জীবনে এক আধটুকু বৃষ্টি ঝরলে মন্দ নয়!
একমুঠো শীত, একটু আঁধার– এসে পড়বেই, চাও বা না চাও।

০৫.১১.২০১৮ ॥ রাত ১২.২৫টা
প/২০০৫, বিজয় একাত্তর হল

প্রিয়তমা-কে

[আদহাম শারকাওয়ি'র همسات-এর নির্বাচিত অংশের অনুবাদ]

১.
প্রিয়তমা
আমরা যখন সৈকতে যাব
সমুদ্রের পানিতে তোমার দুই পা বেশিক্ষণ ভিজিয়ে রেখ না
পানি সব মিষ্টি হয়ে গেলে
সামুদ্রিক মাছগুলো বাঁচতে পারবে না।

২.
আমরা তো একসাথেই অজু করি
কিন্তু
যখন একসাথে হজ করতে যাব
মাফ করবে, তোমার অজুর পানিতে আমি শরিক হতে পারব না
কেননা, ইহরাম বাঁধার পর সুগন্ধি ব্যবহারের অনুমতি নেই।

৩.
তোমার হাতে দুইটি গোলাপ
আমাকে জিজ্ঞাসা করলে :
কোন গোলাপটা বেশি সুন্দর? আমার ডান হাতে যেটা,
নাকি বাম হাতেরটা?
আমি উত্তর দিলাম : মাঝখানের গোলাপটাই বেশি সুন্দর।

৪.

বিজ্ঞানীরা বলে : পৃথিবীর চারপাশে চাঁদ ঘোরে
তোমাকে দেখলে তাদের থিওরি পালটে যেত
তারা বলত : চাঁদ পৃথিবীতে হাঁটে।

১৯.১২.২০১৮ ॥ ভোর ৫.১০টা
৫১৫ নং কেবিন, ন্যাশনাল হসপিটাল, মেহেদীবাগ, চট্টগ্রাম

ইবাদতগুজার বন্ধু-কে

[আব্দুল্লাহ ইবন মুবারাক-এর يا عابد الحرمين কবিতার কাব্যানুবাদ][২]

তোমাকে বলছি– হারামাইনে যে ইবাদতে মশগুল–
আমাদের যদি দেখতে তাহলে ভাঙত তোমার ভুল
দেখো যদি কত সংগ্রামে কাটে মুজাহিদদের বেলা
বুঝতে তখন ইবাদত নামে করছো কেবল-ই খেলা।

প্রভুর প্রেমের অশ্রুতে ভিজে যায় তোমাদের গাল
আর আমাদের বুক প্রতিদিন তাজা খুনে ভিজে লাল
আতরের মন মাতানো সুবাসে তোমরা আকুল প্রাণ
আমাদের কাছে ঘোড়ার খুরের ধুলো থেকে আসে ঘ্রাণ।

---

[২] ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক তারাসূস শহরে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ওই সময় তাঁর বন্ধু ফুদাইল ইবন ইয়াদ ছিলেন মসজিদুল হারামে ইবাদতরত। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক তাঁকে এই কবিতাটি পত্রাকারে পাঠান।
মূল কবিতাটি ড. সাইয়িদ তানতাওয়ি'র *তাফসির ওয়াসিত*-এ (খ. ২ পৃ. ২৮৩) বর্ণিত হয়েছে।

আমাদের প্রিয় নবিজির বাণী আমরা শুনেছি, এই-
যে বাণী নিরেট সত্য ও যাতে মিথ্যার লেশ নেই-
আল্লার রাহে জিহাদের মাঠে নাকে ধুলো ঢোকে যার
জাহান্নামের গন্ধটুকুও পৌঁছবে না নাকে তাঁর।

তা ছাড়া প্রভুর বাণী আমাদের বলে যায় আর ডাকে-
শহিদি আত্মা মরে না কখনো, চিরকাল বেঁচে থাকে।

২০১৪
মিরহাজিরবাগ, ঢাকা

খেসারত

[এডমান্ড স্পেন্সার-এর I was promised on a time ছড়ার কাব্যানুবাদ]

একটা সময় ভেবে বসি– ভাবনাটা খুব কড়া–
বিষয় কিবা কারণ ছাড়া লিখব না আর ছড়া।

তখন থেকে বেকার কলম, হয়নি কিছুই লেখা
পাইনি কোনো বিষয়-কারণ, পাইনি ছড়ার দেখা।

১৩.১১.২০১৮ ॥ রাত ০১.১৪টা
প/২০০৫, বিজয় একাত্তর হল
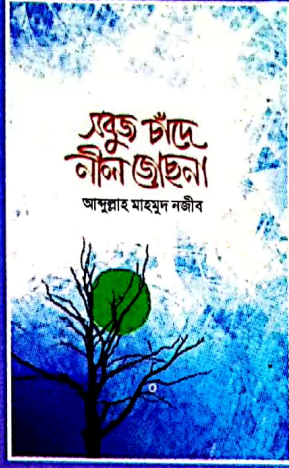
সবুজ চাঁদে নীল জোছনা
আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব
সমুদ্রের তৃষ্ণা পেয়েছে
তাকে জলপান করানোর জন্য
একজন কবি ছাড়া কেউ নেই এখানে।
-আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব
গার্ডিয়ান
পা ব লি কে শ ন
৩৪, বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
www.guardianpubs.com
9 789848 254325